প্রথম আলো

তারিখ ... 13 MAR 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি বাস ভাঙচুর

ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পাল্টাপাল্টি বাস ভাঙচুর করেছেন। গত শনিবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস ভাঙচুর করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় গতকাল রোববার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস ভাঙচুর করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এরপর সন্ধ্যায় রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাড়া করা দুটি বাস ভাঙচুর করা হয়েছে।

> ❝ একটি ভুয়া সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি হয়
>
> **অধ্যাপক এম আমজাদ আলী**
> প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী জানান, গত শুক্রবার একটি সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইট 'অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীরাও ঢাবির হয়ে খেলতে পারবেন' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। লেখাটি অনেক শিক্ষার্থী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেন। একপর্যায়ে লেখাটি বিকৃত করে ফেসবুকে ছড়ানো হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো ব্যবহার করতে পারবেন এবং সব সুবিধা পাবেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, এমন 'খবরের' ভিত্তিতে শনিবার রাত আটটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) রাজু ভাস্কর্যের সামনে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের অর্ধশত শিক্ষার্থী জড়ো হন। তাঁরা রাস্তা আটকে অধিভুক্ত কলেজগুলোর প্রসঙ্গ টেনে নানা স্লোগান দিতে থাকেন। বিক্ষোভের একপর্যায়ে টিএসসি হয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বহন করা একটি বাস যাওয়ার সময় বাসের কাচ ভেঙে দেন তাঁরা।

এর প্রতিক্রিয়ায় গতকাল সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে নবীনগর থেকে ঢাকায় আসার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাসের পথরোধ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে বাসটি আটকে তাঁরা বাসের সামনের কাচ ভাঙচুর করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে ক্যাম্পাসে ফেরার শিক্ষার্থীদের সন্ধ্যার দুটি বাস মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে রাখা ছিল। হঠাৎ করে বিআরটিসির দোতলা বাসে করে অর্ধশতাধিক তরুণ লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে জাহাঙ্গীরনগরের দুটি বাস ভাঙচুর করেন।

বাসচালকের সহকারী (হেল্পার) মোক্তার হোসেন বলেন, 'আমি একটা বাসে ছিলাম। সঙ্গে আরও তিনজন স্টাফ ছিল। হঠাৎ করে প্রায় এক-দেড় শ ছাত্র এসে বাস দুটি ব্যাপক ভাঙচুর করে। প্রাণভয়ে আমরা সেখান থেকে দৌড়ে চলে আসি।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক তপন কুমার সাহা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস কারা ভেঙেছে, তা তিনি জানতে পারেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলেন, সন্ধ্যায় দুটি বাস ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে কে বা কারা এটা করেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পরিস্থিতি বিবেচনায় এখন বাসগুলো টেকনিক্যাল পর্যন্ত চলবে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। শাহবাগের দিকে যাবে না।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, একটি ভুয়া সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি হয়। তাঁদের বিক্ষোভের একপর্যায়ে কে বা কারা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গাড়ি ভাঙচুর করে। পরদিন নবীনগর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস আসার সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বাসটি আটকে সামনের কাচ ভেঙে দেওয়া হয়।